

”প্রতিশ্রুতি”

মজিবর রহমান তালুকদার

কি আশ্চর্য্য রকমের মিলই না এই দুই শ্রেনীর লোকের মধ্যে। কথা, কাজে ও চরিত্রে এত বেশী মিল খুব একটা সচরাচর দেখা যায় না। যদিও বাহ্যিক চেহারায় মোটেই তেমন কোন মিল নেই। মাতৃভূমি বাংলাদেশ হতে এত দূরে বসেও দু দলের চরিত্রের এই মিলটুকু এত প্রকটভাবে চোখে পরে যে এনিম্নে কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে।

তাদের এক শ্রেনীকে দেখা যায় হাটে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে, রাস্তার মোড়ে লোকালয়ে অথবা যানবাহনে তথা বাস-ট্রেন, লঞ্চ-স্টীমারে। কি অপূর্ব সুন্দর সুন্দর কথা বলে বলে সাধারণ লোকজনদের পকেটের টাকা কড়ি হাতিয়ে নেয় বিনিময়ে দিয়ে থাকে - দাতের মাজন থেকে আরম্ভ করে সর্ব রোগের মহৌষধ যার সঠিক ব্যবহারে এমন কোন রোগ নেই যা আরোগ্য লাভ করেন। তাদের বাক-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি অনেক শিক্ষিত লোকও পকেটের টাকা অকাতরে দিয়ে ঠকেন এবং একবার-দুবার নয়, বারবার ঠকেন। এ যেন ঠকেই সুখ পাওয়া।

আরেক শ্রেনীকে ঘাটে-মাঠে খুব একটা দেখা যায় না, তবে নামী-দামী গাড়ীতে করে রাস্তা দিয়ে চলাচল করে হরহামেশাই। বিশেষ বিশেষ সময়ে আমাদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের চলাচলকে নির্বিগ্ন করার জন্য এত কর্মতৎপর হয়ে পড়েন যে রিকসাওয়ালারা ও পথচারিরা আইন রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মদক্ষতার ধার ও ভার হাড়ে হাড়ে টেড় পেয়ে থাকেন। এই শ্রেনীর লোকেরা সাধারণ লোকদের ধারণা করেন না, মানে সাধারণের কাছে তাদের যেতে হয় না বরং সাধারণ লোকই তাদের কাছে যেতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। তবে বিশেষ বিশেষ মৌশুমে ঐসব মহাপরামর্শেরা কয়েক দিনের জন্য সাধারণের কাছে যেয়ে থাকেন এবং ঐ সময়ে এত বেশি করে যান যে আগের না যাওয়া কষ্টগুলি পুষিয়ে দেন আর বিনিময়ে আম-জনতার ভোটখানি ভিক্ষা চান অর্থাৎ কয়েকটা দিনের জন্য ঐ মহামানবেরা মহা-ভিক্ষুক পরিণত হন। তাদের পবিত্র মুখ দিয়ে তখন কত সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি বের হয় যার তুলনা চলে রাস্তায় বসা ঐ ভিক্ষুকের আর ক্যানভাসারদের সাথেই। সাধারণ ভিক্ষুককে আপনি এক টাকা দিলে সত্তর টাকা পাবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, আর এই মহা ভিক্ষুকদের আপনার মহামূল্যবান ভোটটি দিলে আপনার অনু, বসু, বাসস্থান ও শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদা ছাড়াও অন্য সব যৌগিক চাহিদাগুলি এমন কি আপনার রান্না করার জ্বালানী-কাঠের সংকট দূর করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এই যে রাস্তার সাধারণ ভিক্ষুক কতক প্রতিশ্রুত ‘সত্তর টাকা’ আল্লাহ দিবেন বলে বলে থাকে আর এই রাজনৈতিক মহা ভিক্ষুকের দল আল্লার উপর তেমন ভরসা করে না বলে (আল্লার উপর ভরসা করলেও যে তেমন কোন কাজ হবে না এটা তারা ভাল করেই জানে) সব চাহিদা নিজেরাই পূরণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। তারা জানে ভোট যুদ্ধে জিৎতে হলে আল্লার উপর ভরসা না করে মান্তানের উপর ভরসা করলে অনেক কাজ দিবে। তবে হ্যা, আল্লা ভক্ত না হউক, ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের দলে টানার জন্য (আল্লাভক্ত লোকই যদি দেশে থাকবে তবে) ‘মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি’ বলে যারা বিশ্বাস করে তারা মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ তৈরী করে কি করে? বরং ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের দলে টানার দরকার আছে কারন কতল করা বা রগ কাটার জন্য এই দলের জুরি মেলা ভার) এই বলে ভোটদানের হুশিয়ার করে দেয় যে তাদেরকে ভোট না দিলে তাদের সাধের ধর্ম দেশে থাকবেনা। আর ধর্ম দেশে থাকবে না এটা কি করে হয়! ভাত কাপড় না থাকে ক্ষতি নেই, তাই বলে ধর্ম থাকবে না এটা তো হতে পারে না। অতএব ধর্ম রক্ষাকল্পে দেশের আপামর জনসাধারণও তাদের মহা মূল্যবান ভোট খানি ধর্ম ব্যবসায়ী মহা ভিক্ষুকদের পকেটে দিয়ে মহা নিশ্চিন্ত অনুভব করে থাকে। অপর দিকে ধর্ম ব্যবসায়ী শিয়ালের দল ধর্মের অপার

মহিমাশক্তি উপলব্ধি করে নুতন করে 'ধর্ম হ্রাস' তৈরী করায় লিপ্ত থাকে যাতে পরবর্তী নির্বাচনী বৈতরনী পার হতে কোন বেগ পেতে না হয়। যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাস সাধারণের জীবনমানের কোন উন্নতি করতে না পারলেও ধর্ম ব্যবসায়ী ধূর্ত শিয়ালদের জীবনের প্রভূত উন্নতি যে করে তাতে আমরা চোখের সামনেই হর হামেশাই দেখতে পাচ্ছি।

যে 'প্রতিশ্রুতি' নিয়ে আমার এত কথার অবতারণা এবার তার বিষয়ে আসা যাক। খবরে প্রকাশ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রি কয়েক দিন আগে কুমিল্লার কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আগামী নির্বাচনে তার দলকে ভোট দিয়ে আবার ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দিলে 'বিসমিল্লাহ' রক্ষা করার পাশাপাশি আরও একটা কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তা হল- বি,এ, শ্রেনী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করে দিবেন। তবে প্রত্যেক মেয়েকে একটা করে 'বোরখা' বিনা পয়সায় দিবেন কিনা তা তিনি ভাষণে উল্লেখ করেন নাই (খবরে প্রকাশ- বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের জনৈক শিক্ষক ক্লাশ নিতে মেয়ে মেয়েদের উপদেশ (!) দিয়েছেন, মেয়েরা যেন পরবর্তী দিন থেকে ক্লাশে 'বোরখা' পড়ে আসে, নতুবা তিনি তাদের ক্লাশ নিবেন না। - আহা, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষগুলিও যদি ঐ উর্বর মস্তিষ্কের শিক্ষকের মত বলতে পারত যে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রি - আপনি আপনার পরবর্তী জনসভায় বোরখা পরে আসবেন, তা নাহলে আমরা কিন্তু আপনার ভাষণ শুনতে আসব না')। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রি আবার ক্ষমতায় গেলে কি কি কাজ করবেন তার প্রতিশ্রুতি দিলেন আর আমরা তা শুনে বেশ আপুত হচ্ছি। কিন্তু যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসলেন তার কয়টা পূরণ করেছেন? আগের প্রতিশ্রুতিই যেখানে তেমন কিছুই পালন করা হয় নাই সেখানে নুতন করে আবার প্রতিশ্রুতি !!

মজিবর রহমান তালুকদার

নেদারল্যান্ডস

০৩ অক্টোবর ২০০৪।